Released 24-9-1948

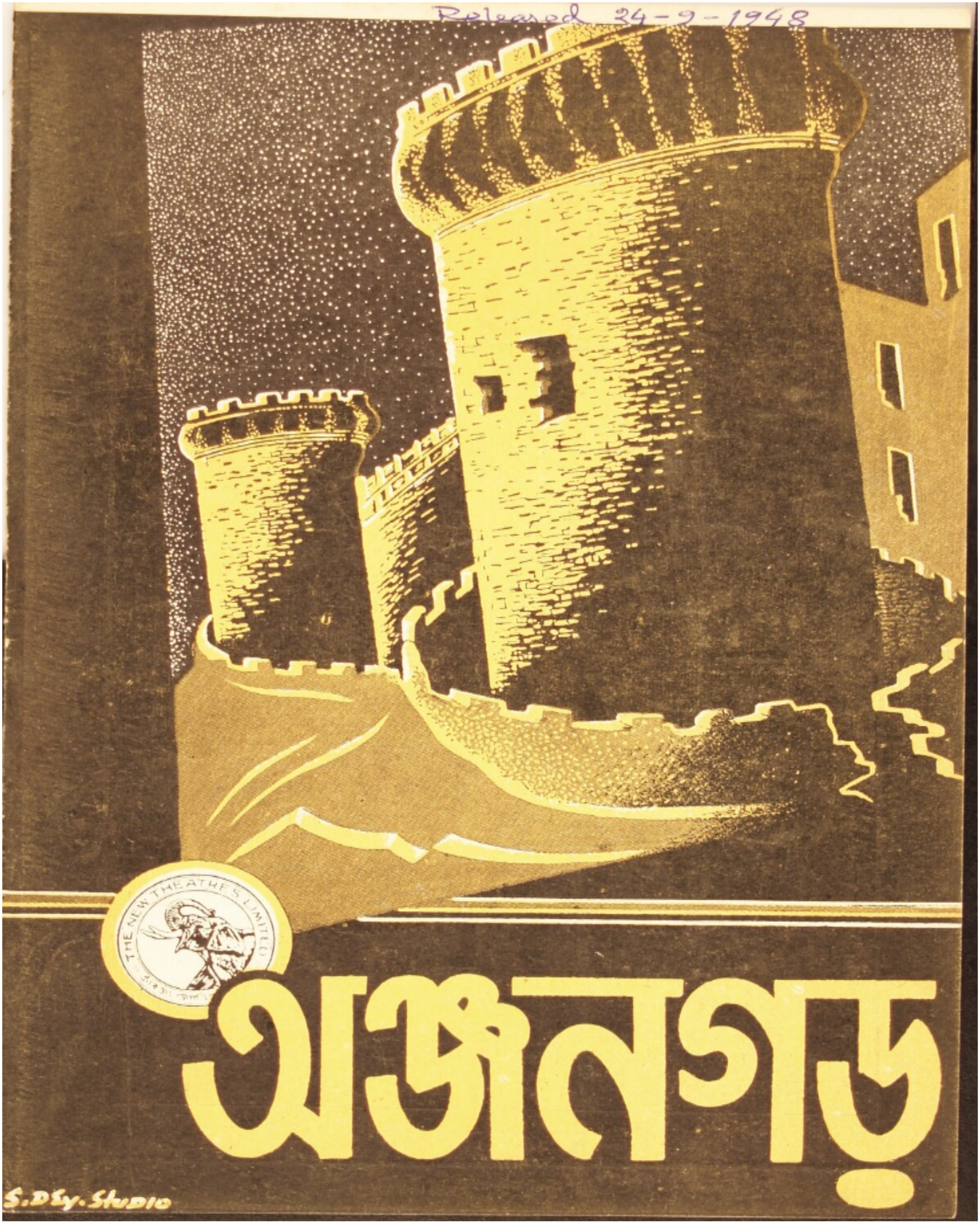

অঞ্জনগড়

(চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **বিমল রায়**)

কর্ম্মীবৃন্দ

কাহিনী ও সংলাপ : শ্রীসুবোধ ঘোষ, চিত্ররূপ : শ্রীবিমল রায়, সুরশিল্পী : শ্রীরাইচাঁদ বড়াল, চিত্রশিল্পী : শ্রীকমল বসু, শব্দযন্ত্রী : শ্রীবাণী দত্ত, শিল্প নির্দ্দেশক : শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য, সুধেন্দু রায়, চিত্র সম্পাদক : শ্রীহরিদাস মহলানবীশ, গীতকার : শ্রীশৈলেন রায়, রসায়নাগারিক : শ্রীপঞ্চানন নন্দন, দৃশ্য-পরিষ্ফুটক : শ্রীপুলিন ঘোষ, নৃত্যশিক্ষা : শ্রীমতী রেবা রায়, ব্যবস্থাপক : শ্রীজলু বড়াল, কর্ম্ম-সচিব : শ্রীজগদীশ চক্রবর্ত্তী।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত ভূষণ, শ্রীঅসিত সেন, সুরশিল্পে : শ্রীজয়দেব পাল, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, চিত্র শিল্পে : শ্রীমন্টু বসু, শ্রীদুর্গা রাহা, শ্রীসুনীল সেন, শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শব্দযন্ত্রে : শ্রীতপন সিংহ, প্রদ্যোৎ সরকার ও উৎপল চক্রবর্ত্তী, সম্পাদনায় : শ্রীসুবোধ রায়, রসায়নাগারে : শ্রীবলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার ও তারাপদ চৌধুরী, দৃশ্য-পরিষ্ফুটনায় : শ্রীমোহিনী মুখার্জ্জী, ব্যবস্থাপনায় : শ্রীবীরেন দাস, ধীরেন দাস ও গৌর দাস, রূপ সজ্জায় : শ্রীসামসের আলি, মদন পাঠক ও নারান, সাজ-সজ্জায় : শ্রীযতীন কুণ্ডু, দৃশ্য-সজ্জায় : শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়, হাসান আলি ও প্রহ্লাদ পাল, পারিপার্শ্বিক-দৃশ্যাঙ্কনে : শ্রীরামচন্দ্র সাওে, স্থিরচিত্রে : শ্রীদীনেশ দাস ও ভোলানাথ কয়াল, সঙ্ঘ সচিব : শ্রীখগেন হালদার ও মনোজ মিত্র।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দুইটি গান :

১। সর্ব্ব খর্ব্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ.....

২। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়.....

রূপায়নে :

শ্রীমতী সুনন্দা দেবী, শ্রীমতী অমিতা বসু, শ্রীমতী ফাল্গুনী রায়, শ্রীমতী পারুল কর, শ্রীমতী মনোরমা (ছোট), শ্রীমতী ছবি রায়, শ্রীশংকর সেন, ৺রাজা গাঙ্গুলী (এঃ), শ্রীকালীপদ সরকার (এঃ), শ্রীবিপিন গুপ্ত, শ্রীভানু বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্রীজীবেন বসু, শ্রীভাস্কর দেব (এঃ), শ্রীঅনিল মিত্র, শ্রীতপন মিত্র (এঃ), শ্রীবলীন সোম, শ্রীজহর রায়, শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত, শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীরবি ধর, শ্রীপাপা বন্দোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসাধন সরকার, শ্রীফটিক মজুমদার ও অন্যান্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বিচারপতি শ্রীসন্তোষচন্দ্র মল্লিক, শ্রীকরমচাঁদ থাপর, কুমার কে, এন, সিং (নওয়াগড়ের টিকায়েত সাহেব), শ্রীসুরত কুমার গুপ্ত, শ্রীরাজেন্দ্র সিং সিংহী ও শ্রীনবেন্দ্র সিং সিংহী, রায় বিমান বিহারী মিত্র, পি, এন, মিত্র এণ্ড কোং, শ্রীআশুতোষ ধাঁ এণ্ড কোং, শ্রীউপেন্দ্রপ্রতাপ সাহী।

পরিবেশক : **ডি লুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।**

মূল্য দুই আনা

"অঞ্জনগড়"

(কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার)

নেটিভ ষ্টেট অঞ্জনগড় আধুনিক এবং পুরাতনের বিচিত্র সংমিশ্রণ। প্যালেসের ষ্টাইল, গ্যারেজের গাড়ী আর ষ্টেব্‌লের ঘোড়া—এ-সবই রূপে ও গঠনে একেবারে আধুনিক। দুর্গটা জীর্ণ ও পুরাতন। ষ্টেটের শাসনপদ্ধতি আধুনিকও নয়, পুরাতনও নয়—একেবারে বিচিত্র, মহারাজের মেজাজ অনুসারেই চলে থাকে। মহারাজার দয়া, বিচার ও বিবেচনাই একমাত্র বিধান, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নাকি আইনসঙ্গত নয়। কাজেই প্রজাদের কোনো সত্তা আছে বলেই মনে হয় না। তারা চাষ করে, খাজনাও দেয়, তা ছাড়া আরও কতরকম নজর যে দিতে হয়, তারই বা হিসেব রাখে কে? তার ওপর বেগার খাটতেও হয়।

সম্প্রতি কয়েকটী বিখ্যাত পুঁজিপতির কাছে মহারাজা তাঁর রাজ্যের খনিজ সম্পদ লীজ দিয়েছেন। মোটা রয়্যালটি পেয়ে মহারাজার ট্রেজারিও অবশ্য গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুঁজিপতিদের সঙ্ঘ 'দি অঞ্জনগড় মাইনিং সিণ্ডিকেট' ফেঁপে উঠেছে বেশী। সিণ্ডিকেটের ঐশ্বর্য্যের দিকে তাকিয়ে মহারাজার মনে মনে ঈর্ষা না হয়ে পারে না।

মাইনিং সিণ্ডিকেটের কয়লা খনিতে কাজ ক'রে প্রজারা নগদ মজুরীর আস্বাদ পেয়েছে, তারা আর দরবারের কাজে বেগার খাটতে চায় না। কিন্তু এটাই আসল কারণ নয়, প্রজাদের মনে যে নতুন

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চেতনার হাওয়া বইতে সুরু করেছে, তার মূলে আছেন বৃদ্ধ ডাক্তার চৌধুরী, যিনি মানুষের সেবাকেই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। প্রজাদের নেতা দুলাল মাহাতো ডাঃ চৌধুরীর আদর্শে দীক্ষা নিয়ে 'প্রজামঙ্গল' গঠন করেছে। তারা বুঝতে পেরেছে মহারাজার খেয়ালী শাসনের দিন এসেছে। ডাঃ চৌধুরীর মেয়ে শুভাও পিতার আদর্শের প্রেরণা পেয়েছে। প্রজামঙ্গলের সেবা ও কাজ শুভার জীবনেও একমাত্র ব্রত হয়ে উঠেছে।

মহারাজারও বুঝতে দেরী হয়নি, প্রজাদের পেছনে থেকে কে যেন উৎসাহ দিয়ে চলেছে। কিন্তু কে সে? মহারাজার সন্দেহ হয়, ঐ মাইনিং সিণ্ডিকেটই বোধ হয় তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলছে। সত্যি সত্যি মাইনিং সিণ্ডিকেট তাদের ব্যবসায়ের স্বার্থের জন্যই মহারাজাকে জব্দ রাখার উদ্দেশ্যে প্রজাদের উপর দরদ দেখাতে আরম্ভ করে এবং মহারাজার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। প্রজারা অবশ্য সিণ্ডিকেটকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না।

বুড়ো দেওয়ানকে দিয়ে ষ্টেটের শাসন ঠিক মত চলছে না, মহারাজা মিঃ মুখার্জ্জীকে আনিয়ে ছোট দেওয়ানের পদে নিযুক্ত কর'লেন। বুদ্ধিমান এবং কঠোর—মিঃ মুখার্জ্জী এক হাতে প্রজা নির্য্যাতন এবং অপর হাতে সিণ্ডিকেট দমন আরম্ভ করলেন। বুড়ো দেওয়ান সইতে না পেরে বিদায় নিলেন।

অঞ্জনগড়ের জীবনে বিচিত্র ঘটনার

ঘাত প্রতিঘাত সুরু হ'লো। কিন্তু ঘটনাচক্রের এমনই আবর্তন যে, সঙ্কটে পড়ে মহারাজা আর মাইনিং সিণ্ডিকেটের মধ্যে আবার গলাগলি সৌহার্দ্য দেখা দিল। এঁরা উভয়েই চিনতে পারলেন, তাঁদের সাধারণ শত্রু প্রজামঙ্গলকে। অতএব প্রজামঙ্গলকে ধ্বংস করতে হবে।

কিন্তু সবার ওপর সত্য হয়ে দেখা দিল ইতিহাসের অমোঘ বিধান। মহারাজার মন্ত্রদাতা অতি বিশ্বস্ত ছোট দেওয়ান—মুখার্জ্জীই বদ্‌লে গেলেন সব চেয়ে বেশী। প্রজা নির্য্যাতন করতে এসে তিনি প্রজামঙ্গলেরই একজন হয়ে গেলেন। প্রজারা রাজ্যের শাসন ব্যাপারে নিজেদের ক্ষমতা আদায় করে ছাড়লো।

কিসের প্রেরণায় মুখার্জ্জীর মত কঠোর মানুষ বদ্‌লে যায়, প্রজারা নির্ভীক্ হয়ে ওঠে, দুঃখীর সংগ্রাম সফলতা লাভ করে? এ সহজে সম্ভব নয়, এর পেছনে আছে এক বিরাট আত্মোৎসর্গের কাহিনী।

কি সেই কাহিনী?

গান

(১)

নাচের গান

কালী কালী কাজরিয়েরি রেথসি
কালা ডু বাদলমে চমকে বিজলীরে
মুমালে নিমালে নিহালে
নি মহারাজা জী রো দেশ ॥

(২)

উৎপলার গান

মোর গান গুণ গুণ
ভ্রমরের মিঠে বোল
ঝুলনার ফুলশাখে
আমি খেলি ফুলদোল।
আমি শুধু ভেসে চলি
সুরে সুরে কথা বলি
দুলে দুলে ভুলে তুলি
বাতাসের হিন্দোল।
কোকিলেরা বলে মোরে
কোথা পেলে গান গো
এ গান শেখাও যদি
দিতে পারি প্রাণ গো—
খেয়ালের হাওয়া আমি
কভু নামি কভু থামি
আমি যে খুসীর ঢেউ
অকারণে উতরোল

—শ্রীশৈলেন রায়

(৩)

জবার গান

পরাণ বধুয়ারে, পরাণ বধুয়া তুই
ঋইতে চাইলি রে ঘুঘু
সেই ঘুঘু আনিয়া দিনু
আঁধার নিশা কালেরে
পরাণ বধুয়ারে তুই।
ঘুঘুরে নাড়িলাম, ঘুঘুরে চাড়িলাম
ঘুঘুর দেখি নাইরে পাখ
পিদ্দীম জ্বালাইয়া দেখি
দাঁড়কাকের বাচ্ছারে
পরাণ বধুয়ারে তুই।
পরাণ বধুয়ারে, পরাণ বধুয়া তুই
খাইতে চাইলিরে কাঁডাল
সেই কাঁডাল আনিয়া দিনু
আঁধার নিশা কালেরে
পরাণ বধুয়ারে তুই।
কাঁডাল নাড়িলাম, কাঁডাল চাড়িলাম
কাঁডালেরো নাইরে কাঁডা
পিদ্দীম জ্বালাইয়া দেখি
চাউলের কুমড়ারে
পরাণ বধুয়ারে তুই।

(৪)

সুদাস বাবাজীর গান

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্ত-পানে চাহ॥
দুর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥

দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে-যে,
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৫)

সুদাস বাবাজীর গান

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়,
খুলে যাবে এইদ্বার—
জানি জানি, তোর বন্ধনডোর
ছিঁড়ে যাবে বারে-বার ॥

থনে থনে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তিনিশীথ করিস যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার ॥
স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান,
আহ্বান লোকালয়ে ;
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুল পল্লব নদী নির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে সুর—
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে
আলোক অন্ধকার ॥

—রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউথিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।

দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানে

Senate House
Calcutta, 18th March, 1948

I have got a sample of Lakshmi Ghee and found the quality good. If the firm keeps up the standard, I am sure the product will receive appreciation from its consumers.

Sd/- P. N. Banerjee
— *Vice Chanceller, Calcutta University.*

১লা চৈত্র, ১৩৫৪

.........যে যুগে বাজারে চলন ঘৃত মাত্রেই (যত অধিক মুল্যেরই হউক না কেন) বনস্পতি মিশ্রিত সে যুগে লক্ষ্মী ঘৃতের মত বিশুদ্ধ স্নেহসার যে স্বাস্থ্যান্বেষী ও ভোজন বিলাসী উভয় শ্রেণীকে সমভাবে পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

(স্বাঃ) **অশোকনাথ শাস্ত্রী**, এম.এ,
কাব্যতীর্থ।

১৫-৩-৪৮

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

(স্বাঃ) **শ্রীসীতা দেবী**

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম— বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় অনেক গুণে ভালো সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সহিত একমত হইবেন আশা করা যায়।

(স্বাঃ) **আশাপূর্ণা দেবী**

লক্ষ্মী ঘি

লক্ষ্মী

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর "লক্ষ্মী ঘি" জাতির শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে যে ঐকান্তিক সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ দেশবরেণ্য সুধীজনের অনেকগুলি প্রশংসা পত্রাবলীর মধ্যে মাত্র কয়েকখানি আজ দেশবাসীর সমীপে উপস্থিত করিয়া ধন্য হইলাম।

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ফোন: ক্যাল-১৬০৬